২০শে অক্টোবর, ২০০৬

শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী,

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগের সভাগুলিতে আপনি বারবার জ্ঞান সমাজের ভিত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্তি-নির্ভর সমাজের কথা বলেছেন। এর থেকে আমরা ভাষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষাকে শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যম রূপেই নয় অথবা সঞ্চার বা সম্প্রেষণের মাধ্যম হিসেবেই নয় -- বরং প্রবেশাধিকারের একটা চাবিকাঠি রূপেও দেখেছি। এথেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ইংরেজির বোধ ও জ্ঞান-- এই দুটিই উচ্চশিক্ষার প্রবেশাধিকার থেকে জীবিকা ও উপার্জনের সহায়ক এবং সমাজে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বেলাতেও সাহায্য করে। যারা ইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করে এগোতে চায়, উচ্চ শিক্ষার স্তরে গিয়ে ইংরেজি না জানতে পেরে তাদের নিজেদের সর্ব্বদা পিছিয়ে পড়া মনে হয়। বেশির ভাগ সময়ে এই স্তরে পঠন-পাঠন ইংরেজিতেই হয়। আর তা যদি নাও হয়, বেশির ভাগ বিষয়ে বইপত্র ও পত্র-পত্রিকা ইংরেজিতেই পাওয়া যায়। আর যারা ইংরেজি ভালো জানে না তাদের পক্ষে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশাধিকার পাওয়া হয়ে পড়ে খুব কঠিন। এই অসুবিধাটা আরো বড়ো হয়ে দেখা দেয় কর্মক্ষেত্রে -- শুধুমাত্র পেশাধারী জীবিকাতেই নয়; বিভিন্ন অফিসের উচ্চপদস্থ চাকরীগুলি-তেও।

সাধারণ মানুষ এই সত্যটা বোঝেন যে ইংরাজি ভাষা এখন সুন্দর জীবনের জন্য, লোভনীয় সুযোগসুবিধা ও সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের জন্য অত্যন্ত জরুরী। যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে মাঝারি আয় থেকে নিম্নবিত্তের মানুষজনেরা পরিবার পিছু নিজেদের আয়ের একটা বড়ো অংশ নিজেদের ছেলেমেয়েদের খুব দামী ইংরেজি মাধ্যমের ইস্কুলগুলিতে পড়াতে গিয়ে খরচ করেন। পরিবারের সুস্বাস্থ্যের যেমন প্রাথমিকতা থাকে, এই শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগের জন্যেও সবাই ঠিক ততোটাই ধ্যান দিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁদের কাছে এইজন্য প্রয়োজনীয় সংগতি নেই; ফলে তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যান। আমরা মনে করি এঁদের অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সাধারণ মানুষজনের জন্য এইসব ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা পরিহাস লুকিয়ে রয়েছে। ইংরেজি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে রয়েছে এক শতক ধরে। অথচ দেশের বেশীর ভাগ যুবক-যুবতীই ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে যার ফলে একটা অসম প্রবেশাধিকারের সৃষ্টি হয়েছে। এখনও দেশের শতকরা এক ভাগ মানুষ মাত্র এই ভাষাটিকে দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করে থাকেন, প্রথম ভাষা হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এই বাস্তব ছবিটিকে রাতারাতি পাল্টে ফেলা যাবে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ বিশ্বাস করে যে এখন দেশের মানুষকে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষকে, ইস্কুলে ভালো করে ইংরেজি পড়ানোর সময় এসেছে। এবং আমাদের এও দৃঢ় বিশ্বাস যে এই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে আমাদের পক্ষে একটা অন্তর্ভুক্তি-নির্ভর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, আর তা হলেই ভারত একটি জ্ঞান সমাজে পরিণত হবে। মাত্র বারো বছরে আমাদের স্কুলগুলি থেকে যারা পাশ করে বেরোবে, তাদের উচ্চশিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার থাকবে। আর তারও আরো তিন-চার বছরের মধ্যে চাকরীর ক্ষেত্রেও সমান অধিকার জন্মাবে সবার।

আমরা এই বিষয়ে সরকার, শিক্ষাজগত, মিডিয়া এবং শিল্পোদ্যোগ -- সব কটি ক্ষেত্রের মানুষদের সঙ্গেই প্রচুর বিচার-বির্মশ করেছি যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়। আমরা কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেছি। কথা বলেছি সংসদ সদস্যদের সঙ্গেও। চিকিৎসাশাস্ত্র ও আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বহু বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া বেশ কিছু সভ্য-সমাজ গঠনে নিবেদিত প্রাণ মানুষজনদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। মোটামুটিভাবে এ বিষয়ে সবাই একমত ছিলেন যে এইসব ব্যাপারে এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ও উচিতও। এই বিষয়ে যা কিছু কর্তব্য তার বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করতে গিয়ে

আমরা একটি কার্যগোষ্ঠী স্থাপিত করেছি। আমাদের পরবর্তী সময়ে আলোচনা নির্ভর করেছে এই কার্যগোষ্ঠীর দ্বারা প্রস্তুত রিপোর্টের ওপর।

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ এই সংস্তুতি করছে যে একটি ভাষা-রূপে ইংরেজির পঠন পাঠন স্কুলে প্রথম ভাষার (মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষার) সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকেই হওয়া উচিত। ভাষা শিক্ষার এই স্তরে ব্যাকরণ ও নিয়ম কানুনের ওপর কেবল জোর না দিয়ে দুটি ভাষাতেই অর্থবহ শিক্ষণ-পরিবেশ তৈরি করা একান্তই দরকার।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতিমধ্যে নটি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ইংরেজি একটি আবশ্যিক বিষয় রূপে পড়ানো শুরু হয়েছে। আরো বারোটি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ইংরেজিকে প্রাথমিক স্তরেই -- অন্ততঃপক্ষে পঞ্চম ক্লাসের আগেই যাতে পড়ানো হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু এই নীতির ব্যবহারিক পক্ষটা খুবই ধীমে গতিতে চলে। তাছাড়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষার মান খুব একটা ভালোও নয়। যেসব ব্যবস্থায় সমর্থন হতে পারতো, যেমন সঠিক সংখ্যক শিক্ষক কিংবা সঠিক মানের ও পরিমাণে পাঠ্যসামগ্রী -- তার কোনোটাই যথেষ্ট বা উপযুক্ত নয়। আমরা চাইছি একটা মূলভূত পরিবর্তন যাতে সারা দেশে প্রথম শ্রেণীর থেকেই ইংরাজী ভাষার পঠন পাঠন শুরু হতে পারে। এটি একটি সব বিষয়ের থেকে আলাদা ও অতিরিক্ত বিষয় নয় বরং অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে স্কুলের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে পড়ানো উচিত।

ভাষা শিক্ষাকে বিষয় শিক্ষার থেকে আলাদা করে দেখলে হবে না -- বরং এই দুটিকেই সংহতভাবে পঠন-পাঠনের কাজে লাগাতে হবে। অতএব স্কুলে অন্ততঃ তৃতীয় শ্রেণী থেকে কিছু কিছু বিষয় -- ভাষার অতিরিক্ত বিষয় শেখানো দরকার ইংরাজির মাধ্যমে। কোন কোন বিষয়ে ইংরাজিতে পড়ানো যেতে পারে তার সিদ্ধান্ত স্কুলগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ তা নির্ভর করবে শিক্ষকদের দক্ষতা ও পাঠ্যবস্তুর সহজলভ্যতার উপর। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে একই স্কুলে একাধিক মাধ্যম ভাষার ব্যবহার শুরু হবে। আর তার পরিণাম স্বরূপ ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলির সঙ্গে স্থানীয় ভাষা মাধ্যম স্কুলের ফারাকটা অনেকটা কমানো যেতে পারে।

ভাষা শিক্ষা এবং ভাষা শিক্ষণ এই দুই-এর পদ্ধতিকে সুচারুভাবে পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযোগী করে তুলতে হবে যাতে প্রাত্যহিক জীবন ও সত্যিকারের পরিপার্শ্বে প্রতিফলিত হতে পারে। এছাড়া মূল্যায়নের নির্ভর করা উচিত দক্ষতার ওপর -- মুখস্থশক্তির সাহায্যে একটি পাঠবিশেষকে স্মরণে গেঁথে নেওয়ার লক্ষ্যকে পুরস্কৃত করে লাভ নেই। এই দক্ষতার মূল্যায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য একটা রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (বা ন্যাশনাল টেস্টিং সার্ভিস; এন.টি.এস.) তৈরি করা উচিত যার দ্বারা ভাষিক দক্ষতার পরিমাপ করে শংসাপত্র যেমন দেওয়া হবে তেমনি ভাষা শিক্ষকদের চাকরীতে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজেও ব্যবহার করা যাবে।

ইংরাজি শিক্ষকদের এই যে বিরাট চাহিদা তা মেটানোর জন্য দরকার সেইসব উচ্চমানের ইংরাজি জানা স্নাতকদের নিযুক্তিপত্র দেওয়া যাঁরা আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষক অনুশীলন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষিত হননি। রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা উপযুক্ত পদ্ধতিতে তাদের চয়ন করে ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতিতে স্বল্পাবধির একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে নিলেই হবে। এছাড়া সারা দেশে এখন যে চল্লিশ লক্ষ স্কুল শিক্ষক রয়েছেন -- তাঁদের বিষয় বিশেষজ্ঞতা যাই হোক না কেন -- বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের গ্রীষ্মাবকাশে ও অন্যান্য ছুটিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কিংবা স্বল্পাবধির পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ইংরাজিতে প্রশিক্ষিত করে নেওয়া দরকার। বেশির ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাতেই শিক্ষকদের ঠিক কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার তার কোন খতিয়ান রাখা হয় না। অতএব, আজকের সমগ্র শিক্ষক-প্রশিক্ষণ তন্ত্রের একটা আমূল পরিবর্তন করা উচিত -- তা সে চাকরীর আগের প্রশিক্ষণ হোক বা চাকরীতে থেকে প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ করে ভাষা-শিক্ষকতার জন্য যে প্রশিক্ষণ রয়েছে তাও পাল্টানো দরকার।

দেশে ইংরাজি ব্যবহারের যে বহু বিচিত্র পরিবেশ রয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানান ধরনের ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক তৈরি করতে হবে। তবে প্রতিটি স্তরে কিছু ন্যূনতম মান বজায় রাখতে পাঠ্য পুস্তকগুলির বিষয়বস্তুর বিষয়ে একটা মানক স্তর তৈরি করে দেওয়া উচিত। এজন্য শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষের কথা

মাথায় রেখে প্রথম শ্রেণীর থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রতিটি স্তরে ভালো ইংরাজী পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করতে হবে। নানান প্রদেশের তরফেও যে প্রয়াস হবে সেখানে এইগুলি মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এগুলি বিনামূল্যে ওয়েবেও রাখতে হবে জনসাধারণের কথা মনে রেখে। যদিও রাজ্যস্তরের বোর্ডের অধীনে যে বিদ্যালয়গুলি আছে সেগুলির জন্য স্টেট কাউন্সিল ফর এডুকেশানাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিংগুলি (এস.সি.ই.আর.টি.) পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কেন্দ্রস্থ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে, পাঠ্যপুস্তক লেখার দায়িত্বটিকে আরো বিকেন্দ্রিত করতে হবে। এই সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডে সর্বস্তরের সহযোগিতার জন্য দরকার পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে সেইসব বেসরকারী শিষ্ট সমাজ গঠনে ব্রতী সংস্থাগুলিকে জুড়তে হবে যাঁদের সেই বিশেষ অঞ্চলে বা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আছে।

ভাষা শিক্ষা যেহেতু শুধুমাত্র মুখোমুখি শেখানো পড়ানোর মাধ্যমেই হয় না, যেহেতু তারজন্য পরিবেশ থেকে দেখারও একটা ভূমিকা আছে, এই ধরনের শিক্ষার সঙ্গে যথোপযোগী দৃশ্য-শ্রব্য ও মুদ্রিত অতিরিক্ত পাঠ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রতিটি ক্লাসেই এজন্য বই, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, দৃশ্য-শ্রব্য সামগ্রী এবং পোষ্টার রাখা দরকার যা ছাত্রছাত্রীদের বয়সের উপযোগী হবে। ক্লাসের বাইরেও যাতে বিশেষ দ্বিভাষী রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে ভাষা দেখা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আনুষ্ঠানিক ইংরাজি শিক্ষার পাশাপাশি অনৌপচারিকভাবেও এই শিক্ষা চলতে থাকে। কিছু জ্ঞান ক্লাবও খোলা যায় সেগুলির মাধ্যমে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে জ্ঞান-বিতরণ দুইই সম্ভব হতে পারে এবং যাতে ক্লাসের বাইরেও ইংরাজি ব্যবহারের সুযোগ আসে। যেহেতু ভাষা শিক্ষার জন্য দরকার প্রচুর সামগ্রী ও ব্যবস্থা, তাই ইংরেজি ভাষার জ্ঞান স্রোতের জন্য (যাতে শিক্ষক ও শিক্ষণ সামগ্রী দুইদিকেই ধ্যান দেওয়া যাবে) একটা কেন্দ্রিয় সরকারের অনুদানের মাধ্যমে এমন যোজনা নেওয়া উচিত যাতে এই অভাব দূর করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

এইসব ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে রাজ্য সরকারগুলিকেও সমানভাবে এই যোজনার অংশীদার হতে হবে। তাই আমরা চাইবো, প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করুন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় যাতে জাতীয় স্তরে ইংরাজি শিক্ষণের জন্য একটা যোজনার কথা ভাবা হয় -- যা আমাদের স্থানীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর থেকেই স্কুল শিক্ষায় স্থান পাবে। এতে অন্ততঃ এটুকু নিশ্চিত করা যাবে যে বারো বছরের স্কুল শিক্ষার পর প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীই অন্ততঃ দুটি ভাষায় পারঙ্গদ হবে।

ধন্যবাদান্তে এবং আন্তরিক অভিবাদন সহ,

স্বাক্ষর

শ্রী স্যাম পিত্রোদা

অধ্যক্ষ,

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ

কপি: শ্রী মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া